“পরিপূর্ণরূপে অযু করবে, অঙ্গুলিসমূহ খিলাল করবে এবং নাকে উত্তমরূপে পানি পৌঁছাবে, তবে সিয়াম রত অবস্থায় নয়”।

লাকীত ইবন সাবুরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আগত বনু মুনতাফিক্ব গোত্রের প্রতিনিধি দলটির নেতা ছিলাম আমি অথবা বলেছেন, আমি তাঁদের মধ্যেই ছিলাম। আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে পৌঁছলাম তখন তাঁকে তাঁর ঘরে উপস্থিত পেলাম না, অবশ্য উম্মুল মু’মিনীন ’আয়িশাহ্-কে পেলাম। তিনি আমাদের জন্য ’খাযিরাহ’ (এক প্রকার খাদ্য) তৈরীর আদেশ দিলেন। অতঃপর আমাদের জন্য তা তৈরী করা হলো এবং আমাদের সম্মুখে ক্বিনা’ (অর্থাৎ খেজুর ভর্তি একটি পাত্র) পেশ করা হলো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বললেনঃ “তোমরা কিছু খেয়েছো কি? অথবা তিনি বললেন, তোমাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে কি?” আমরা বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! লাক্বীত্ব বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় এক রাখাল তাঁর মেষপাল খোঁয়াড়ে নিয়ে এলেন। আর সাথে একটি ছাগলের বাচ্চা ছিল, সেটি চিৎকার করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে উমুক! কি বাচ্চা জন্ম হয়েছে?” সে বলল, মাদী। তিনি বলেন, “সেটির পরিবর্তে আমাদের জন্য একটি বকরী যাবাহ্ কর”। অতঃপর (প্রতিনিধি দলের নেতাকে উদ্দেশ্য করে) বললেনঃ “এমনটি মনে করো না যে, বকরীটি তোমার জন্যই যাবাহ্ করছি। বরং আমাদের কাছে একশ’টি বকরী আছে। তাই আমরা এর সংখ্যা আর বাড়াতে চাই না। সেজন্যই কোন বাচ্চা জন্ম হলে আমরা সেটির পরিবর্তে একটি বকরী যাবাহ্ করি”। তিনি বলেন, আমি বললামঃ হে আল্লাহর রসূল! আমার একজন স্ত্রী আছে। সে অশ্লীলভাষী। তিনি বললেনঃ “তাহলে তাকে ত্বালাক দাও”। তিনি বলেন, আমার সাহচর্যে সে দীর্ঘ দিন অতিবাহিত করেছে এবং তার গর্ভজাত আমার একটি সন্তানও রয়েছে। তিনি বললেনঃ “তবে তাকে উপদেশ দাও।
তার মাঝে কল্যাণ থাকলে সে উপদেশ গ্রহণ করবে। জেনে রাখ, নিজের জীবন সঙ্গিনীকে ক্রীতদাসীদের মত প্রহার করবে না”। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে অযু সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বলেনঃ “পরিপূর্ণরূপে অযু করবে, অঙ্গুলিসমূহ খিলাল করবে
এবং নাকে উত্তমরূপে পানি পৌঁছাবে, তবে সিয়াম রত অবস্থায় নয়”।
[সহীহ] [এটি আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন।]

লাকিত ইবনু সাবরা রাবরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে তাঁর গোত্র বনু মুন্তাফিকের অন্যান্যদের সাথে এসেছিলেন। তিনি বললেন: আমরা তাকে তার বাড়িতে পাইনি, কিন্তু আমরা মুমিনদের মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে পেয়েছি। তিনি আমাদের জন্য ময়দা এবং চর্বি দিয়ে তৈরি একটি স্যুপ তৈরি করার নির্দেশ দিলেন এবং আমাদের এক প্লেট খেজুরের টুকরো পরিবেশন করা হল। তারপর তিনি সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বললেন: তোমাদেরকে কি কোন খাবার পরিবেশন করা হয়েছে? আমরা বললাম: হ্যাঁ, লাকিত বলেন: আমরা যখন তাঁর সাথে বসে ছিলাম, তখন নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভেড়ার রাখাল এসে ভেড়াগুলো তাদের ঘুমানোর জায়গায় নিয়ে গেল, তার সাথে একটি ছাগলের বাচ্চা ছিল যা চিৎকার করছিল। তিনি বললেন: কী বাচ্চার জন্ম হয়েছে? তিনি বললেন: মাদি। তিনি বললেন: তাহলে আমাদের জন্য তার পরিবর্তে একটি পূর্ণবয়স্ক বকরী জবাই করো। তারপর নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: ভাবো না যে আমরা তোমার জন্য ওদের যবেহ করার চেষ্টা করেছি; বস্তুত আমাদের কাছে একশোটি ভেড়া আছে এবং আমরা চাই না যে তারা এই সংখ্যার বেশি হোক। তাই যদি একটি নতুন বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে, আমরা তার জায়গায় আরেকটি জবাই করি। লাকিত বললেন: আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, আমার স্ত্রীর জিহ্বা লম্বা এবং নোংরা, আমি তাকে নিয়ে কী করব? তিনি বললেন: তাহলে তাকে তালাক দাও। লাকিত বললেন: আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, সে দীর্ঘদিন ধরে আমার সঙ্গী এবং তার থেকে আমার সন্তান রয়েছে। তিনি বললেন: তাকে উপদেশ দাও, যদি তার মধ্যে কোন কল্যাণ থাকে, তাহলে সে তোমার উপদেশে সাড়া দেবে। যদি সে সাড়া না দেয়, তাহলে তাকে আঘাত করো, কিন্তু তীব্রভাবে নয়। আর তোমার দাসদের মতো তাকে আঘাত করো না। তখন লাকিত বললেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমাকে ওযু সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন: ওযুর সময় পানি তার যথাস্থানে পৌঁছাবে, প্রতিটি অঙ্গের হক আদায় করবে এবং এর কোন ফরয ও সুন্নত কাজ বাদ দেবে না। হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলো ধোয়ার সময় পৃথক কর এবং অযু করার সময় নাকে পানি টেনে বের করে দাও, যদি না তুমি রোজা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকো, যেন পানি পেটে প্রবেশ না করে।

http://sunnah.global/hadeeth/bn/show/8378